দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 8 AUG 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ১ ...

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুমোদন

মন্ত্রিসভা দেশে এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১২'-এর অনুমোদন দেয়া হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ, উন্নতিসাধন ও গুণগত মান উন্নয়নে এই স্বতন্ত্র 'ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করছে সরকার। মাদ্রাসা শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের তো বটেই, এমনকি সাধারণ মানুষেরও সুদীর্ঘকালের দাবী একটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, যার মাধ্যমে মাদরাসার উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালিত হবে এবং ইসলামী শিক্ষার এক ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করবে এই বিশ্ববিদ্যালয়। অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ এই অনুমোদন ও পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমরা বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। এছাড়া মন্ত্রিসভার সদস্যগণকেও অভিনন্দন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আগ্রহ-উদ্যোগ ও নজরদারি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে শুরু থেকেই সক্রিয় রয়েছে। মাদ্রাসা বা ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতা বিশদ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। তবে এ কথা বলতেই হয়, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিজ্ঞজনোচিত নেতৃত্ব ও দূরদর্শী চিন্তা-চেতনার পরিচায়ক। অতি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে সূত্রপাত ঘটেছে, তার প্রস্তুতিমূলক কাজ দ্রুত, যথাযথভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হওয়ার পর এখন এই আইনটি চূড়ান্তরূপে জাতীয় সংসদে পাস হবে। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানিয়েছেন, ফাজিল ও কামিলসহ উচ্চ পর্যায়ের মাদরাসা শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত এ আইনের খসড়াটি এখন মতামতের (ভেটিং) জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। তাদের মতামতসহ খসড়াটি শিগগিরই চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় তোলা হবে। এই প্রক্রিয়া যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয়, সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে।

দেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখের শতবর্ষের দাবী ও প্রত্যাশার বাস্তবায়ন হচ্ছে এই ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই জরুরী দাবী আদায়ে সফল নেতৃত্ব দিয়েছে দেশের মাদরাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের সংগঠন জমিয়াতুল মোদার্রেছীন। ইনকিলাব সম্পাদক আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীনের নেতৃত্বে জমিয়াতুল মোদার্রেছীন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রচেষ্টারই এক পর্যায়ে গত বছর ২০ এপ্রিল জমিয়াতুল মোদার্রেছীন-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামী আরবী এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি এও বলেছেন, আমরা মনে করি, ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। উল্লেখ্য, ২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা অর্জনে 'স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়। শেখ পর্যন্ত গত ৬ আগস্ট মন্ত্রিসভা ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১২ অনুমোদন করেছে। উল্লেখ্য, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে। প্রস্তাবিত আইন পাসের পরই বাস্তবে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হবে। বর্তমান প্রক্রিয়া আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দ্রুত সম্পন্ন করে অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড আরম্ভ করতে হবে। শিক্ষাক্রম, পাঠ্যক্রম বা শিক্ষাসূচী প্রণয়নসহ প্রাথমিক কর্মকাণ্ড প্রণয়নের জন্যও সময় দরকার হবে। প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত মাদরাসা শিক্ষার সার্বিক সমন্বয় বিধানের জন্য আর একটি জরুরী ও অপরিহার্য বিষয় হল– প্রাথমিক স্তরের ইবতেদায়ী মাদরাসার শিক্ষা কার্যক্রমকে বলিষ্ঠ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী ইতোপূর্বে ইবতেদায়ী শিক্ষকদের বেতন-ভাতা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির কথা বলেছেন। এক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও নজরদারি থাকবে, এটা আশা করা যায়।

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বিধান অনুযায়ী, ফাজিল (স্নাতক) ও কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যায়ের মাদরাসার অধিভুক্তি, স্বীকৃতি, পাঠদানের অনুমোদন ও বাতিলের ক্ষমতা থাকবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের। মাদরাসা জ্ঞানের বিকাশ, বিস্তার অগ্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষাদান ও গবেষণার ব্যবস্থা করবে বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে মাদরাসা শিক্ষকদের কৃতিত্বপূর্ণ অবদান এবং একাডেমিক ও পাঠ্যক্রম বহির্ভূত ক্ষেত্রে ফেলোশিপ, পদক ও পুরস্কার প্রবর্তন ও প্রদান করবে। শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতির লক্ষ্যে জার্নাল প্রকাশ করবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় দেশে মাদরাসার উচ্চশিক্ষার সুবিন্যস্ত ও আধুনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে এবং যোগ্য, দক্ষ, অভিজ্ঞ আলেম তৈরির করতে সক্ষম হবে। আধুনিক যুগের চাহিদা মেটাতে পারবেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। কায়রোর আল-আজহার ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে, প্রতিযোগিতায়ও অবতীর্ণ হতে পারবে বাংলাদেশের ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের আলেম-ওলামা ও পীর-মাশায়েখ ও মুসলমানদের অনেক স্বপ্নের এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক সকল কর্মকাণ্ড দ্রুততার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হোক, এটাই সকলের প্রত্যাশা।